দেশে সাড়ে ৮শ' স্কুল শিক্ষকের বেতন বন্ধ ॥ ৩৬ কলেজের এমপিও বাতিলের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত

ফল বিপর্যয়ের জের

মাকসুদ আহমদ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রামে প্রায় ৬ শতাধিক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র আধিক্য সমস্যায় ভুগছে। পরিচালনা পর্ষদের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এর মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছে শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক অনুপাতে ভর্তি ব্যবস্থা চালু না রাখায় শ্রেণী কক্ষে যেমন ঠাসাঠাসি তেমনি শিক্ষকদের পাঠদানেও রয়েছে চরম অসঙ্গতি। এতে করে শিক্ষার গুণগত মান যেমন রক্ষা পাচ্ছে না তেমনি বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষায় স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের দক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ হচ্ছে। এদিকে ফল বিপর্যয়ের ফলে দেশে প্রায় সাড়ে ৮'শ স্কুল ও ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকার ইতোমধ্যে এমপিও বাতিল ও বেতন বন্ধসহ শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামে বেশিরভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করে পরিচালনা পর্ষদ অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি থেকে বিরত নেই। তেমনি ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগও দিচ্ছে না পরিচালনা পর্ষদ। ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির পর অভিভাবকরা বোর্ড পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের জন্য উদ্বিগ্ন থাকলেও তা পাচ্ছে না। এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির কারণে শিক্ষকরা পাঠদানে হিমশিম খাচ্ছেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীদেরও চাহিদামাফিক পাঠ গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে। পরিচালনা পর্ষদ শুধু প্রতিষ্ঠানের তহবিল গঠনে ব্যস্ত। বোর্ডের নির্দেশিত আসন ব্যবস্থা অনুযায়ী ভর্তি না করে সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের তহবিল গঠনের লক্ষ্যে ভর্তি ব্যবস্থা চালু রেখেছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ।

এদিকে শিক্ষক নিয়োগেও রয়েছে কর্তৃপক্ষের চরম অসঙ্গতি। সরকারী নিয়মানুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর ২৫ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ শিক্ষক, মাধ্যমিক শ্রেণীর ২০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ শিক্ষক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ১৬ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এমনও দেখা গেছে ১০০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ শিক্ষক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিযোগীতায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যস্ত থাকায় শিক্ষার মান যেমন ঠিক থাকছে না তেমনি শিক্ষার্থীরাও ভাল রেজাল্ট করতে পারছে না। অভিযোগ পাওয়া গেছে, পরিচালনা কমিটির অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন ভোগান্তির সম্মুখীন তেমনি শিক্ষকরাও বিপাকে পড়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত (স্মারক নং শাঃ ১৩/বি/৫-৩/২০০৬/৬৫৯) চিঠিতে ২০০৭ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় পাসের হার শূন্য হওয়ার কারণে সারাদেশের ৩৬টি কলেজের এমপিও কেন বাতিল হবে না এমন কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রদত্ত জবাবে মন্ত্রণালয় সন্তুষ্ট না হওয়ায় এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে নরসিংদীর পাঁচকান্দি ডিগ্রী কলেজ, টাঙ্গাইলের লোকমান ফকির মহিলা ডিগ্রী কলেজ, সুনামগঞ্জের বাদশাগঞ্জ কলেজ ও ধর্মপাশা কলেজ, বগুড়ার শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রী কলেজ ও জয়লাইজুয়ান ডিগ্রী কলেজ, রংপুরের বক্সিগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, পায়রাবন্ধ বেগম রোকেয়া স্মৃতি কলেজ ও শ্যামপুর ডিগ্রী কলেজ, নীলফামারীর শিমুলপাড়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ, ঝালকাঠির শেরে বাংলা ফজলুল হক কলেজ, ঠাকুরগাঁওয়ে চন্দরিয়া ডিগ্রী কলেজ, রাণীশংকৈল মহিলা ডিগ্রী কলেজ ও আবদুর রশিদ ডিগ্রী কলেজ, ভোলার ডা. আজহার উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, কুমিলার কোড়েরপার আদর্শ মহিলা কলেজ ও নুরুল আমিন মজুমদার কলেজ, বাঁশকাইট ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া কলেজ ও আনন্দপুর কলেজ, পাবনার পাকশী রেলওয়ে ডিগ্রী কলেজ, চট্টগ্রামের শাহ মোহছেন আউলিয়া কলেজ ও রাজানগর রাণীরহাট ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহীর শাহ মখদুম কলেজ ও মেট্রোপলিটন কলেজ, বরিশালের হযরত আলী কলেজ, বানারীপাড়া কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজ, গাইবান্ধার শোভাগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, রাজবাড়ীর মীর মোশারফ হোসেন কলেজ, নোয়াখালীর নান্দিয়াপাড়া কলেজ ও বালিয়াকান্দি কলেজ, লক্ষ্মীপুরের দালালবাজার ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুরের হাকিমপুর মহিলা কলেজ, ঢাকার পুরানা পল্টন গার্লস কলেজ, লালমনিরহাটের তিস্তা কলেজ, জামালপুরের সানন্দবাড়ী কলেজ। এসব কলেজের এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

এ ছাড়া এসব কলেজে কর্মরত প্রায় ৯শ' শিক্ষকের বেতন গত মে মাস থেকে বন্ধ রয়েছে বলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে ফল বিপর্যয়ের কারণে ৮৪৩ স্কুল ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জানা গেছে।

22 JUN 2008